G7 আউটরিচ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ (17 জুন, 2025)

18 জুন, 2025

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ কানানাস্কিসে G7 শীর্ষ সম্মেলনের আউটরিচ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি 'জ্বালানি নিরাপত্তা: পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রবেশাধিকার এবং সাশ্রয়ী মূল্য নিশ্চিত করতে বৈচিত্র্য, প্রযুক্তি এবং পরিকাঠামো' বিষয়ক একটি অধিবেশনে ভাষণ দেন। তিনি কানাডার প্রধানমন্ত্রী মহামহিম শ্রী মার্ক কার্নিকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানান এবং G7-কে তাদের 50 বছরের যাত্রা পূর্তি উপলক্ষে অভিনন্দন জানান।

2. প্রধানমন্ত্রী নিজের ভাষণে উল্লেখ করেন যে, জ্বালানি নিরাপত্তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রতি ভারতের অঙ্গীকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির মূলভিত্তি হল সহজলভ্যতা, প্রবেশযোগ্যতা, সাশ্রয়ীতা এবং গ্রহণযোগ্যতা। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন যে, ভারত বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি হওয়া সত্ত্বেও, প্যারিস চুক্তির আওতায় তার অঙ্গীকারসমূহ নির্ধারিত সময়ের আগেই সফলভাবে পূরণ করেছে। একটি দীর্ঘস্থায়ী এবং সবুজ ভবিষ্যতের প্রতি ভারতের অঙ্গীকার সম্পর্কে উল্লেখ করে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে ভারত আন্তর্জাতিক সৌর জোট, দুর্যোগ প্রতিরোধী অবকাঠামো জোট, গ্লোবাল জৈব জ্বালানি জোট, মিশন লাইফ এবং ওয়ান সান- ওয়ান ওয়ার্ল্ড- ওয়ান গ্রিডের মতো বেশ কয়েকটি বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি এগুলি আরও শক্তিশালী করে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

3. প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে চলমান অনিশ্চয়তা ও সংঘাত গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোর উপরে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে এবং এই প্রেক্ষাপটে ভারত গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বর বিশ্ব মঞ্চে তুলে ধরার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, যদি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সত্যিই একটি দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আগ্রহী হন, তাহলে তাদের গ্লোবাল সাউথের অগ্রাধিকার ও উদ্বেগ সম্পর্কে বোঝা অত্যন্ত জরুরি। নিরাপত্তা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের উপর জোর দিয়ে তিনি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াই জোরদার করার জন্য দেশগুলিকে আহ্বান জানিয়েছেন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ের প্রতি দৃঢ় সমর্থন প্রদর্শনের জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন যে পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলা কেবল ভারতের উপর নয়, সমগ্র মানবতার উপর আক্রমণ। তিনি সন্ত্রাসবাদের সমর্থন ও প্রচারে যুক্ত দেশগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় কোনো রকমের দ্বৈত নীতি থাকা উচিত নয় এবং যারা সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে, তাদের কখনও পুরস্কৃত করা উচিত নয়. সন্ত্রাসবাদকে মানবতার জন্য একটি গুরুতর হুমকি বলে অভিহিত করে, প্রধানমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উপস্থাপন করেন, যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন :

-সন্ত্রাসবাদের মারাত্মক সমস্যা কি দেশগুলো শুধুমাত্র তখনই বুঝবে, যখন তারা নিজেরা এর নিশানা হবে?

-সন্ত্রাসের অপরাধী এবং তার শিকারদের কীভাবে এক করে দেখা যায়?

-আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি কি সন্ত্রাসবাদের নীরব দর্শক হয়ে থাকবে?

4. প্রধানমন্ত্রী প্রযুক্তি, AI এবং শক্তির মধ্যে যোগসূত্র নিয়েও কথা বলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে AI দক্ষতা ও উদ্ভাবন বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হয়ে উঠেছে, তবে এই প্রযুক্তি নিজেই উচ্চমাত্রায় জ্বালানি নির্ভর এবং তাই এটিকে টেকসই করার জন্য পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের মাধ্যমে কৌশল নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরি। প্রযুক্তির প্রচারে ভারতের মানব-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, যে কোনও প্রযুক্তিকে কার্যকর হতে হলে সেটিকে সাধারণ মানুষের জীবনে বাস্তব উপকার বয়ে আনতে হবে। তিনি প্রস্তাব দেন যে, AI সম্পর্কিত বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার বিষয়গুলো সমাধান করাই AI সংক্রান্ত উদ্বেগ মোকাবিলা এবং এ ক্ষেত্রে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার মূল চাবিকাঠি। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে AI -এর যুগে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের নিরাপদ ও স্থিতিশীল সরবরাহ শৃঙ্খলা থাকা অত্যন্ত জরুরি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে, গুণগতমানসম্পন্ন ও বৈচিত্র্যময় ডেটা, যা ভারতে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে তা দায়িত্বশীল AI উন্নয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

5. প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, একটি প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য দেশগুলোর মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন এবং তা অর্জনের জন্য, পিপল ও প্ল্যানেটকে অগ্রগতির কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে হবে। অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী যে ভাষণ দিয়েছেন, তা এখানে দেখা যেতে পারে [Link]

কানানাস্কিস

জুন 17, 2025